দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ...12 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হামলা

অবশেষে কাল তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা দেয়া হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের বর্বর পুলিশী হামলা ঘটনা তদন্তে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্টও জমা দেয়া হচ্ছে। দীর্ঘ আড়াই মাস পর আগামীকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট জমা দেয়া হবে। পরে সিন্ডিকেট সভায় এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। জানা গেছে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের মতো ঢাবি তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম, প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা শফিসহ কয়েক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্বহীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই রিপোর্টে উপাচার্যের পদত্যাগকে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রিপোর্টে হাউজ টিউটর ও ৪ সহকারী প্রক্টরের দায়িত্বহীনতার কথাও বলা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে হাউস টিউটররা সে রাতে হলে উপস্থিত না থেকে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। রিপোর্টে আরও বলা হয়, এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটার জন্য প্রভোস্ট এবং হাউস টিউটরদের দ্বন্দ্বই ছিল মূল কারণ। সাবেক উপাচার্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে, উপাচার্য ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী নিজে হলে চলে গেলে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না। তবে পদত্যাগ করে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। চার সহকারী প্রক্টরের ব্যাপারে বলা হয়েছে তাঁরা সে রাতে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রক্টর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি কালক্ষেপণ নীতি অবলম্বন করেছেন।

প্রসঙ্গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে বর্বর পুলিশী হামলার পর প্রো. উপাচার্য অধ্যাপক আ.ফ.ম ইউসুফ হায়দারকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু তিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব নেয়ার পর ১ আগস্ট এই কমিটি বাতিল করে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক ও প্রক্টর এ.এস.এম আতীকুর রহমানকে সদস্য সচিব করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।